রক্তে আমার অনাদি অস্থি
দিওলয়ার

➡ কবিতা বিন্যাস

শিক্ষার্থীগণ! সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি মুখস্থনির্ভর নয়, পাঠ্যবইনির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার পূর্বে গল্পটির শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা একান্ত আবশ্যক।

➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

- শিখন ফল ---- ৪
- পাঠ পরিচিতি ---- ৪
- লেখক পরিচিতি ---- ৪
- উৎস পরিচিতি ---- ৫
- বস্তুসংক্ষেপ ---- ৫
- নামকরণ ---- ৫
- শব্দার্থ ও টীকা ---- ৬
- বানান সতর্কতা ---- ৬

➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

- অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর ---- ৭
- মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ---- ৮
- টেক্সট বুক এনালাইসিস ---- ২০
  - ক. জ্ঞানমূলক ---- ২০
  - খ. অনুধাবনমূলক ---- ২২
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---- ২৪
  - অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---- ২৪
  - মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---- ২৪
  - ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---- ২৪
  - খ. বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর ---- ২৭
  - গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর ---- ৩১

➡ রিভিশন অংশ (Revision)

- বাড়ির কাজ ---- ৩২
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা ---- ৩২

➡ পরীক্ষা–প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

- সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক ---- ৩৩

➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

সৃজনশীল পদ্ধতি মুখস্থনির্ভর বিদ্যা নয়, পাঠ্যবই নির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার আগে গল্প/কবিতার শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো জেনে নিলে এ অধ্যায়ের যেকোনো সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে।

✖ শিখন ফল

- বাংলাদেশের নদ–নদীর স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবে।
- সাগরদুহিতা, নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনার তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবে।
- বিদেশি আগ্রাসনের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্বদেশের প্রতি কবির মমত্ববোধের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবে।
- কবি হৃদয়ের দৃঢ়চেতনার স্বরূপ জানতে পারবে।

✖ পাঠ-পরিচিতি

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কবির একই নামের কাব্যগ্রন্থের নাম–কবিতা। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। সংকলিত কবিতাটি কবীর চৌধুরীর উদ্দেশে উৎসর্গিত। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় দিলওয়ার সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন এবং গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুত ঘোষণা করেছেন। কবি বলেছেন, এই বাংলায় জীবনরূপ যেসব নদী নিরন্তর বয়ে চলেছে, গণশিল্পীর তুলি হাতে সেই বিচিত্র জীবনেরই তিনি রূপকার। তবে, বহমান জীবন এখানে বাধাহীন নয়। প্রবহমান নদীর বাঁকে বাঁকে পাতা রয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ। কিন্তু কবি একথা জানাতে ভোলেন না যে, তিনি তাঁর স্বপ্নকে বিশাল বঙ্গোপসাগরের শক্তির কাছে আমানত রেখেছেন। এই শক্তিই সাগরের ঘূর্ণ্যমান ভয়াল জলরাশির মতো তাঁর ক্রোধকে শক্তিমান করেছে। আর এই ক্রোধ কেবল কবির একার নয়, সমগ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ কারণে বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন এ জনগোষ্ঠীকে দমাতে পারে না। বিদেশিরা হয়ত জানে না যে, আবহমান ছুটে চলা নদীর মতোই কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন ঐ জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি।

কবিতাটি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি পঙ্‌ক্তি ৬+৬ মাত্রার পূর্ণপর্বে এবং ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্বে বিন্যস্ত।

✖ কবি পরিচিতি

নাম	দিলওয়ার।
পুরো নাম	দিলওয়ার খান।
পিতা–মাতার নাম	পিতার নাম : মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান, মাতার নাম : রহিমুন্নেসা।
জন্ম ও পরিচয়	দিলওয়ার ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জানুয়ারি সিলেট শরহসংলগ্ন সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী ভার্থখলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের শুরু থেকেই তিনি জনমনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে পারিবারিক 'খান' পদবি বর্জন করেন। সাধারণ্যে দিলওয়ার 'গণমানুষের কবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত।
শিক্ষাজীবন	দিলওয়ার জি.সি. হাইস্কুল সিলেট থেকে প্রবেশিকা ও এম. সি. কলেজ সিলেট থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন।
কর্মজীবন	কর্মজীবনে প্রথম দুমাস শিক্ষকতা করলেও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় এবং ১৯৭৩–৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'দৈনিক গণকণ্ঠে' সহকারী সম্পাদক হিসেবে তিনি কাজ করেন।
সাহিত্যকর্ম	**কাব্যগ্রন্থ :** 'জিজ্ঞাসা', 'ঐকতান', 'উদ্ভিন্ন উল্লাস', 'স্বনিষ্ঠ সনেট', 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি', 'দুই মেরু দুই ডানা', 'অনতীত পঙক্তিমালা' প্রভৃতি। **প্রবন্ধগ্রন্থ :** বাংলাদেশ জন্ম না নিলে। **ছড়াগ্রন্থ :** 'দিলওয়ারের শতছড়া', 'ছড়ায় অ আ ক খ।'
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত 'একুশে পদক' প্রভৃতি।
জীবনাবসান	কবি দিলওয়ার ১০ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

✖ উৎস পরিচিতি

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কবি দিলওয়ারের একই নামের কাব্যগ্রন্থের নাম–কবিতা। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। সংকলিত কবিতাটি কবীর চৌধুরীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত।

✖ বস্তুসংক্ষেপ

গণমানুষের কবি দিলওয়ার। বাংলা সাহিত্যে এমন সৌভাগ্যবান কবি কমই আছেন, যারা গণমানুষের কাছে এমন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন। স্বদেশ ও দেশের মানুষের জন্য এক ব্যতিক্রমধর্মী ভালোবাসার মন্ত্র তাঁর কবিতার পরতে পরতে বিধৃত হয়েছে।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কবির একই নামের কাব্যগ্রন্থের নাম–কবিতা। কবিতাটি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সিলেট থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি দিলওয়ার নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন এবং গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কবি বলেছেন এই বাংলায় জীবনছাত্রী যেসব নদী নিরন্তর বয়ে চলেছে, গণশিল্পীর তুলি হাতে সেই বিচিত্র জীবনের রূপকার তিনি। তবে যৌবনাবেগ দান করে যমুনা কবিকে করে প্রেমিক। যমুনার কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন নতুন প্রেমের স্পন্দন। যার সম্মিলিত রূপ চিন্তন বাংলাদেশের রূপ এবং সহজ–সরল বাঙালি জাতি। সুরমা তাঁর খেলার সাথী। তাইতো পদ্মা, মেঘনা, সুরমা, যমুনা, গঙ্গা, কর্ণফুলীর বুকে তিনি গণমানুষের তুলি দেখতে পান। কবির এই শাশ্বত উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণে নদীর অবদানের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বাঙালি জাতিসত্তার এই চেতনা কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করেছেন। এই স্রোতস্বিনী নদীগুলোর মিলিত শক্তি বঙ্গোপসাগরকে ভয়াল। শক্তির উৎস হিসেবে রূপান্ত রিত করেছে। তাই তিনি তাঁর স্বপ্নকে বিশাল বঙ্গোপসাগরের শক্তির কাছে আমানত রেখেছেন। এ ক্রোধ কবির একার নয়। এ ক্রোধ সমগ্র বাঙালি জাতির সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ কারণে বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন বাঙালি জাতিকে দমাতে পারে না। কারণ, বিদেশিরা জানে না আবহমান ছুটে চলা নদীর মতোই কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছে এই জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি।

✖ নামকরণের সার্থকতা যাচাই

গণমানুষের কবি দিলওয়ার বাংলা সাহিত্যের আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন কবি। সাধারণ মানুষের প্রাণের মাঝে তিনি যত সহজে মিশে যেতে পেরেছেন তা অতি দুর্লভ। তাঁর 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি একই নামের কাব্যের নাম–কবিতা। বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে এই কবিতার নামকরণ করা হয়েছে।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি সাগরদুহিতা নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রশস্তি গেয়েছেন এবং গণমানুষের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কবি বলেছেন এই বাংলায় জীবনদাত্রী যেসব নদী নিরন্তর বয়ে চলেছে গণশিল্পীর তুলি হাতে কবি সেই বিচিত্র জীবনের রূপকার। তবে বহমান জীবন এখানে বাধাহীন নয়। প্রবহমান নদীর বাঁকে বাঁকে পাতা রয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ। কবি তাঁর যৌবনশক্তি পেয়েছেন পদ্মার কাছ থেকে। যমুনার কাছে পেয়েছেন প্রেমশক্তি, আর সুরমার কাছে পেয়েছেন উর্বরা শক্তি, যার সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে বাংলার শোণিত এবং অস্থি। কবি তার স্বপ্নকে বঙ্গোপসাগরের শক্তির কাছে আমানত রেখেছেন। এই শক্তিই সাগরের ঘূর্ণ্যমান ভয়াল জলরাশির মতো তার ক্রোধকে শক্তিমান করেছে, যা কবির একার নয় সমগ্র জাতিসত্তায় ধারণ করেছে, যা বিদেশিরা জানে না। এজন্য তাদের আগ্রাসনও জাতিকে দমাতে পারে না। কারণ, আবহমান ছুটে চলা নদীর মতোই কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন বাঙালি জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি। সার্বিক বিচারে বলা যায়, কবিতার নাম 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' রাখা সার্থক, সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত হয়েছে।

✖ শব্দার্থ ও টীকা

হেম	– সুবর্ণ। সোনা।
পলিতে গলিত হেম	– গলিত সোনা মেশানো পলিমাটি।
গণমানব	– প্রান্তিক জনগণ।
গণমানবের তুলি	– শিল্পী–জনতার তুলি। কবি এখানে গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন।
মারণ বেলা	– হনন কাল। বিনাশ কাল।
ঘূর্ণি	– ঘূর্ণ্যমান জলরাশি। আবর্তিত জলরাশি।
প্রাণের জাহাজ	– এখানে জনতা ও জনসম্পদ বোঝাতে 'প্রাণের জাহাজ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।
নরদানব	– নরপশু। মানুষরূপী দানব। এখানে বিদেশি নরপিশাচদের বোঝানো হয়েছে।
অশেষ নদী ও ঢেউ	– আবহমান ছুটে চলা নদী ও ঢেউ।
রক্তে আমার অনাদি অস্থি	– জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি যে কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন, এখানে সে–কথাই আলংকারিক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

✖ বানান সতর্কতা

পদ্মা, গঙ্গা, মুগ্ধ, মারণ, প্রাণ, স্বপ্ন, ঘূর্ণি, ক্রোধ, অশেষ, রক্তে, অস্থি।

➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

উদ্দীপক ১ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

এ দেশের মাটি আমার শরীরে মাংসের মতো

কেউ চাইলেই—
আমার শরীর থেকে মাংস কেটে দিতে পারি না।
এ দেশের নদীর জল, আমার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত
প্রতিটি রক্তকণিকার মতো—
আমি এ নদীগুলোর অধিকার ছেড়ে দিতে পারি না।
এ দেশের বাতাস, আমার প্রতিটি বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস।
কেউ চাইলেই—
আমার নিঃশ্বাসের বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়াতে পারে না।
আমরা তা কিছুতেই দিতে পারি না...।

ক. "রক্তে আমার অনাদি অস্থি" কবিতায় কবির ক্রোধকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? ১
খ. 'বিদেশে জানে না কেউ'— কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মূলভাবের সঙ্গে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার মূলভাবের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবির অভিব্যক্তি উদ্দীপকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবির ক্রোধকে বঙ্গোপসাগরের ভয়াল ঘূর্ণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

খ অনুধাবন

- বাঙালি জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি কবি নিজের সত্তায় ধারণ করেছেন। বহমান জীবন এখানে বাধাহীন নয়। প্রবহমান নদীর বাঁকে বাঁকে পাতা রয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ। কিন্তু কবি একথা জানাতে ভোলেন না যে, তিনি তাঁর স্বপ্নকে বিশাল বঙ্গোপসাগরের শক্তির কাছে আমানত রেখেছেন। এই শক্তিই সাগরের ঘূর্ণ্যমান ভয়াল জলরাশির মতো তাঁর ক্রোধকে শক্তিমান করেছে। আর এই ক্রোধ কেবল কবির একার নয়, সমগ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ কারণে বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন এ জনগোষ্ঠীকে দমাতে পারে না। বিদেশিরা হয়ত জানে না যে, আবহমান ছুটে চলা নদীর মতোই কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন ঐ জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের মূলভাবের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার মূলভাবের সাদৃশ্য বিদ্যমান।
- বাঙালি জাতির জীবনে বার বার পরাধীনতার গ্লানি আসলেও তাদের সংগ্রামী চেতনাশক্তি দিয়ে সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। এই সংগ্রামী চেতনাকেই কবি তার সত্তায় ধারণ করেছেন।
- উদ্দীপকে কবি বলেছেন তাঁর দেশের মাটিতে কেউ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রবেশ করলে কিংবা জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে আসলে জাতি সেটা মেনে নিবে না। বাংলার নদী এ জাতির রক্তের মতো বিধায় কেউ চাইলেই এর অধিকার ছেড়ে দেয় না। কবির এই চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায়। কবি সেখানে বলেছেন তিনি তার ক্রোধরূপ সংগ্রামী চেতনাকে বঙ্গোপসাগরের কাছে আমানত রেখেছেন। যে ক্রোধে বিদেশি নরদানবেরা পরাস্ত হতে বাধ্য। এখানেই উভয় ক্ষেত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- হ্যাঁ, 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবির অভিব্যক্তি উদ্দীপকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ।
- দেশকে, দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। দেশ মায়ের সমান। সেই দেশমাতার কোনো ক্ষতি, কোনো সন্তানই সহ্য করতে পারে না, সহ্য করা উচিত নয়।
- উদ্দীপকে এবং আলোচ্য কবিতায় কবির দেশপ্রেম এবং জাতীয় চেতনা পরিলক্ষিত হয়। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় গভীর দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। নদীমাতৃক এই দেশকে কবি ভালোবেসেছেন নিজের রক্তের মতো, সত্তার মতো, জীবনের মতো। কবি বলেছেন জাতির অস্তিত্বকে তিনি নিজের অস্তিত্বে অনুভব করেন। এই চেতনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের কবির চেতনায়ও।
- উদ্দীপকের কবি তার নিজের দেশের একবিন্দুও কারও কাছে বিলাতে চান না। কাউকে এই দেশের সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করতে দিতে পারেন না। কবির এই জাতীয় চেতনা, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবির চেতনায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

➡ অতিরিক্ত অনুশীলন (সৃজনশীল) অংশ

উদ্দীপক ২ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বিস্তীর্ণ এপারে

অসংখ্য মানুষের
হাহাকার শুনেও, নিঃশব্দে নীরবে
ও গঙ্গা.... তুমি বইছো কেন?...
ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক
সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত
তবে নিঠুর সমাজকে ভাঙ না কেন?....

ক. 'মারণ বেলা' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'বহমান জীবন বাধাহীন নয়'— কবি কেন একথা বলেছেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি কবিতার সম্পূর্ণ চেতনাকে ধারণ করে কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'মারণ বেলা' শব্দের অর্থ বিনাশ কাল।

খ অনুধাবন

- নদীর গতিময়তার শক্তির কথা বোঝাতে কবি উক্ত কথাটি বলেছেন।
- যে নদী তার স্রোত হারায় তাকে শত শত শৈবাল এসে ঘিরে ধরে এবং এক সময় নদীকে অচল করে দেয়। তাই নদীর গতি বা স্রোতই তার জীবন। কবিও নদীর গতির শক্তির কথা বলেছেন, যা মানুষের জীবনেও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। কারণ, বহমানতার সামনে কোনো কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবির মানবিক চেতনার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।
- মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য। অথচ, মানুষ নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্যের ক্ষতি করতে দ্বিধাবোধ করে না। উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে মানবিকতার মহৎ দিক।
- উদ্দীপকে কবি বলেছেন মানুষের হাহাকার শোনার পরও গঙ্গা কেন বয়ে চলেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবসমাজকে নদী কেন ভাঙছে না। এই মানবিক চেতনা উপলব্ধি করি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায়। কবি এখানে নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন এবং গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। কবি গণমানবের বিচিত্র জীবনের রূপ এঁকেছেন তুলি হাতে, যা উদ্দীপকের কবির চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- না, উদ্দীপকটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সমগ্র চেতনাকে ধারণ করে না।
- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা প্রভৃতি নদীর স্রোতধারায় বাংলার প্রকৃতি তথা বাঙালির জনজীবন গতিশীল ও সমৃদ্ধ। তাই নদী ছাড়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।
- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন এবং গণমানুষের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কবি বলেছেন, এই বাংলা জীবনরূপ নদী নিরন্তর বয়ে চলেছে। গণশিল্পীর তুলি হাতে কবি সে বিচিত্র জীবনের রূপকার। কবির এই মানবিকতাবোধের সাথে মিল আছে উদ্দীপকের কবির চেতনার সাথে। তিনিও মানবতার জয়গান গেয়েছেন এবং সকল স্বার্থান্বেষী চেতনাকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন।
- তবে এই বিষয়টিই 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার একমাত্র বিষয় নয়। কবি নদীর অবদান বর্ণনার পাশাপাশি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা সৃষ্টিতে নদীর প্রভাব এবং সেই শক্তি দ্বারা বিদেশি হানাদারদের প্রতিহত করার শপথ ব্যক্ত করেছেন, যা উদ্দীপকে নেই। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি কবিতার সম্পূর্ণ চেতনা ধারণ করেনি, আংশিক ধারণ করেছে মাত্র।

উদ্দীপক ৩ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সজলের জন্ম মেঘনা পাড়ের এক ছায়াসুনিবিড় গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই সে নদীকে কাছ থেকে দেখে আসছে। তার জীবনের মহৎ উপলব্ধিগুলো সে নদীর কাছ থেকে পেয়েছে। জীবন চলার শক্তি হিসেবে, প্রেরণা হিসেবে নদীর উদারতাকে, ভালোবাসাকে অনুভব করেছে। নদীর গতিতে সে মনুষ্যত্বের চেতনা উপলব্ধি করে।

ক. দিলওয়ার কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. "কত বিচিত্র জীবনের রং"— বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের সজলের সাথে কবিতার কার সাদৃশ্য বিদ্যমান? ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করেছে।" —মন্তব্যটির যৌক্তিকতা তুলে ধর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- দিলওয়ার ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

খ অনুধাবন

- "কত বিচিত্র জীবনের রং" বলতে কবি জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা নানা অনুভূতি, উপলব্ধিকে বুঝিয়েছেন।
- সারা জীবনে মানুষ নানা ঘটনা, নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। জীবনের নানা পর্ব তাকে অতিক্রম করতে হয়। আর এসব পার করতে গেলে সে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করে, নানা রঙে সে রঙিন হয়। "কত বিচিত্র জীবনের রং" –বলতে কবি এমন ভাবকেই বুঝিয়েছেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সজলের সাথে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবির সাদৃশ্য রয়েছে।
- বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের অভ্যন্তরে জালের মতো বিছিয়ে রয়েছে হাজারো নদী। এই নদীর দানে বাংলাদেশ সুজলা–সুফলা–শস্য–শ্যামলা। সহজ–সরল উদার এদেশের মানুষ।
- উদ্দীপকের সজলও নদীর স্নেহ ছায়ায় বেড়ে উঠেছে। জীবনের সমস্ত চেতনাকে পরিপক্ব করেছে এই নদীর কাছ থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধি থেকে। এই নদী তাকে করেছে মহৎ উদার। সজলের মতো কবিতার কবিও এই একই চেতনাকে ধারণা করেছেন। তিনিও পদ্মার কাছে যৌবন চেয়েছেন, যমুনার কাছে প্রেম চেয়েছেন। উভয় চরিত্রে এখানেই সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকটি কবিতাটির সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করেছে।" – আমার মতে মন্তব্যটি অযৌক্তিক।
- পদ্মা–মেঘনা–যমুনা–সুরমা বাংলাদেশের প্রধান নদী। এসব নদীর স্রোতধারায় এবং নদীর পানিতে বয়ে আসা পলিতে এদেশের মাটি হয়েছে উর্বর। তাইতো এখানে সোনা ফলে, এদেশে সোনার মানুষ জন্মে।
- উদ্দীপকে দেখা যায়, নদীর অবদানের কথা। সজলের জন্ম নদীর স্রোতধারায় এবং নদীর পানিতে বয়ে আসা পলিতে এদেশের মাটি হয়েছে উর্বর। তাইতো এখানে সোনা ফলে, এদেশে সোনার মানুষ জন্মে।
- উদ্দীপকে দেখা যায়, নদীর অবদানের কথা। সজলের জন্ম নদীর তীরে এবং ছোটবেলা থেকেই নদীর স্নেহছায়ায় বড় হয়েছে। নদীর গতিতে উপলব্ধি করেছে মনুষ্যত্বের চেতনা। কবিতাতেও কবি সেই ভাবকে তুলে ধরেন। তবে এটি কবিতার একমাত্র ভাব নয়।
- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন। গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এ ভাবই কবিতার একমাত্র ভাব নয়।
- কবিতায় কবি আরও বর্ণনা করেছেন এই বাংলায় জীবন রূপ নদী যেন নিরন্তর বয়ে চলেছে। গণশিল্পীর তুলি হাতে সেই বিচিত্র জীবনের তিনি রূপকার। কবিতায় কবির ক্রোধ প্রকাশিত হয়েছে বিদেশি অত্যাচারীদের উপর। এসব বিষয় উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়নি। তাই সংগত কারণেই বলতে পারি, প্রশ্নের মন্তব্যটি অযৌক্তিক।

উদ্দীপক ৪ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সাবু কল্পনার চোখে যেন সামনে দেখতে পায় :

খাকি উর্দি পরা কতকগুলো সিপাই তার সামনে। আর সে তাদের লাথি মেরে মেরে ফুটবলের মতো গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অসীম আক্রোশে তার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। সেই সব দুঃশাসন কখনও দেখেনি সে, সেই সব জানোয়ার কখনও দেখেনি সে; যারা তার দেশের মানুষকে বন্যার দিনের মতো, পিঁপড়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জুলুমের দাপটে।

ক. 'নরদানব' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. নরদানবদের আগ্রাসন বাঙালিদের দমন করতে পারে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের 'খাকি উর্দি পরা সেপাইদের' 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কাদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩ ৪

ঘ. "উদ্দীপকের সাবু 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবির একটি বিশেষ চেতনাকে ধারণ করেছে।" –মন্তব্যটি বিচার কর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'নরদানব' শব্দের অর্থ নরপশু।

খ অনুধাবন

- বাঙালির অদম্য সংগ্রামী চেতনার কারণেই বিদেশি নরদানবদের আগ্রাসন বাঙালিদের দমাতে পারে না।

- বাঙালি জাতি সংগ্রামী জাতি। বাঙালির জাতীয়তাবোধের কাছে কোনো অত্যাচারী ক্ষমা পায়নি। কারণ বাঙালিরা দেশের সম্মান রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। এই চেতনা নদীর স্রোতের মতোই অদম্য। এজন্য বিদেশি নরদানবদের আগ্রাসন বাঙালিদের দমন করতে পারে না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের খাকি পোশাক পরা সৈনিকেরা কবিতার বিদেশি দখলদারিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- বাঙালি জাতি বার বার বিদেশি অপশক্তির দ্বারা শোষিত, নির্যাতিত হয়ে আসছে। পাকিস্তান জন্মের পর থেকে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের উপর নানা রকম অত্যাচার চালিয়ে আসছে। যার বিরুদ্ধে বাঙালি প্রতিবাদ সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করে।
- উদ্দীপকের খাকি পোশাক পরা সৈনিকেরা বাঙালিদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। কিন্তু বীর বাঙালি তাদের সকল অত্যাচার ধূলিসাৎ করে দেয় অদম্য সাহস আর বীরত্বে। কবিতাতেও বিদেশিদের কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রতি কবির স্বজনদের প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সেপাইদের সাথে কবিতার বিদেশিদের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের সাবু 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার একটি বিশেষ চেতনাকে ধারণ করেছে। সেটি হলো সংগ্রামী চেতনা।
- অত্যাচারীরা চিরকালই ভীরু থাকে। যদি তারা শক্তিশালীও হয় তবুও সমগ্র জাতি যদি একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে কোনো শক্তি দ্বারা সে–সংগ্রামকে দমন করা যায় না।
- উদ্দীপকের সাবুর মাঝে সেই সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সে চোখের সামনে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে পায় যে, অত্যাচারী সেসব পাকিস্তানি সৈন্যদের লাথি মেরে গড়িয়ে দিচ্ছে। যারা দেশের মানুষদের মারছে, সে তাদের চরমভাবে শাস্তি দিচ্ছে। এই চেতনাটি লক্ষ করি কবিতার কবির মাঝে।
- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি বিদেশিদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যে ক্ষোভ তিনি বঙ্গোপসাগরের ভয়াল ঘূর্ণির সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর স্বজনদেরও ক্ষোভ রয়েছে বিদেশিদের প্রতি, যা নদীর ঘূর্ণ স্রোতের মতোই ভয়ানক। সেজন্য বিদেশিরা বাঙালিদের দমাতে পারে না। কবির এই সংগ্রামী ও সাহসী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের সাবুর মাঝে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপক ৫ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সাগর দুহিতা নদীমাতৃক বাংলাদেশ। এ দেশের বহতা নদীগুলো এ দেশের আত্মা এ বহতা নদী। যৌবন তারুণ্য ও প্রেমের প্রতীক। সাগরে মেশার পর নদীগুলো অজেয় শক্তির অধিকারী হয়। নদীকে বাঁধা দিলে নদী ফুঁসে ওঠে। চারপাশ ডুবিয়ে ফেলে।

ক. 'উদ্ভিন্ন উল্লাস' কবি দিলওয়ারের রচিত কোন ধরনের গ্রন্থ? ১

খ. জীবনরূপ নদী নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকটিতে কবিতার কোন বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে? ৩

ঘ. "উদ্দীপকের কবিতাংশে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সম্পূর্ণ বিষয় উঠে আসেনি।" মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'উদ্ভিন্ন উল্লাস' কবি দিলওয়ার রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।

খ অনুধাবন

- জীবনরূপ নদী নিরন্তর বয়ে চলেছে বিশাল বঙ্গোপসাগরের বুকে মিলিত হয়ে অসীম হয়ে অসীম শক্তি অর্জন করবে বলে।
- নদী গতিতেই তার জীবনের স্পন্দন প্রকাশ করে। চলতে চলতে নদী সাগরে গিয়ে মেশে। তখন যেন তার পরিতৃপ্তি। সাগরে মেশার পর সে অসীম শক্তিতে বলীয়ান হয়। মানুষের জীবনও সংগ্রামের গতিতে ছুটতে পারলে একদিন সকল অপশক্তি দূরীভূত হবে। এজন্যই জীবনরূপ নদী নিরন্তর বয়ে চলে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটিতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের জনজীবনের উপর নদীর প্রভাবের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও নদী নিরবচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধা। নদীকে ছাড়া বাংলাদেশের প্রকৃতি তথা রূপকে কল্পনা করা যায় না। নদীই বাংলার প্রকৃতির অপরূপ শোভা দান করতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে।
- উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ ও বাঙালির জনজীবনে নদীর অপরিসীম প্রভাবের বিষয়টি। কবি এখানে বলেছেন, পদ্মার কাছ থেকে তিনি যৌবন প্রাপ্তির আশা করেন। যে যৌবন–চেতনা সমস্ত জড়তা দূরীভূত করতে পারবে। যমুনার কাছে তিনি চান প্রেম। সুরমার পানিবাহিত পলিমাটিতে যেন গলিত সোনা রয়েছে যা বাংলাকে করেছে উর্বর। মূলত এ ভাবটি

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার প্রধান একটি বিষয়, যেখানে নদীকে বাঙালি জনজীবনের সাথে মিশিয়ে নিয়ে জীবন চালাতে চান কবি।

- উদ্দীপকটিতে নদীমাতৃক বাংলাদেশে মানুষের জনজীবনের উপর নদীর প্রভাবের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।
- বাংলাদেশও নদী নিরবচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধা। নদীকে ছাড়া বাংলাদেশের প্রকৃতি তথা রূপকে কল্পনা করা যায় না। নদীই বাংলার প্রকৃতির অপরূপ শোভা দান করতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে।
- উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ ও বাঙালির জনজীবনে নদীর অপরিসীম প্রভাবের বিষয়টি। কবি এখানে বলেছেন পদ্মার কাছ থেকে তিনি যৌবন প্রাপ্তির আশা করেন। যে যৌবন–চেতনা সমস্ত জড়তা দূরীভূত করতে পারবে। যমুনার কাছে তিনি চান প্রেম। সুরমার পানিবাহিত পলিমাটিতে যেন গলিত সোনা রয়েছে, যা বাংলাকে করেছে উর্বর। মূলত এ ভাবটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার প্রধান একটি বিষয়, যেখানে নদীকে বাঙালি জনজীবনের সাথে মিশিয়ে নিয়ে জীবন চালাতে চান কবি।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- 'উদ্দীপকের কবিতাংশে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সম্পূর্ণ বিষয় উঠে আসেনি।' –মন্তব্যটি যথার্থ।
- নদীমাতৃক দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। বাংলার এই যে অপরিমেয় রূপেশ্বর্য এর পেছনে রয়েছে নদীর অবদান। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় এই নদীর বন্দনা করা হয়েছে।
- উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে বাংলার জনজীবন ও বাংলার প্রকৃতিতে নদীর অবদানের কথা বা প্রভাবের কথা। কবি এই নদীর কাছ থেকে যৌবনশক্তি, প্রেমশক্তি ও মাটির উর্বরাশক্তি আশা করেন। তবে এটিই কবিতার একমাত্র বিষয় নয়।
- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি দিলওয়ার সাগরদুহিতা নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন এবং গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কবি বলেছেন, এ বাংলার জীবনরূপ যেসব নদী নিরন্তর বয়ে চলেছে, গণশিল্পীর তুলি হাতে সেই বিচিত্র জীবনের তিনিই রূপকার। তবে প্রবহমান জীবন এখানে বাধাহীন নয়। কবি নিজের স্বপ্ন ও শক্তিকে সাগরের ভয়াল ঘূর্ণিরত শক্তির কাছে জমা রেখেছেন। যে–ক্রোধ ও শক্তি সমগ্র জনগোষ্ঠীর আশাতে পরিণত হয়েছে কবিতার এসব বিষয় উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। তাই বলা যায়, প্রশ্নের মন্তব্য যথার্থ।

উদ্দীপক ৬ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

এই মধুমতি ধানসিঁড়ি নদীর তীরে
নিজেকে হারিয়ে যেন পাই ফিরে ফিরে
একনীল ঢেউ কবিতার প্রচ্ছদ পটে।....
এই পদ্মা এই মেঘনা, এই হাজার নদীর অববাহিকায়
এখানে রমণীগুলো নদীর মত
নদীও নারীর মতো কথা কয়।

ক. কবির ক্রোধ কেমন? ১
খ. কবি পদ্মার কাছে যৌবন চেয়েছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
ঘ. 'উদ্দীপকে কবিতার সমস্ত ভাব প্রতিফলিত হয়নি।' –মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- কবির ক্রোধ ভয়াল ঘূর্ণির মতো।

খ অনুধাবন

- পদ্মার যৌবন শক্তিতে নিজেকে তথা জাতিকে উজ্জীবিত করার জন্য কবি পদ্মার কাছে যৌবন চেয়েছেন।
- কবি নদীর প্রবহমানতায় নিজের তথা বাঙালির জীবনকে গতিশীল করতে চান। তিনি নদীর গতিতে জীবনের গতির স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি পদ্মার কাছে যৌবনের শক্তি চেয়েছেন, যে–শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জাতি সমগ্র বাধা অতিক্রম করতে পারবে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার নদীর সৌন্দর্য বর্ণনা ও জনজীবনে নদীর অবদান ও প্রভাব বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- কবি নদীকে ভালোবেসেছেন। নদীকে নিজের জীবনের সাথে তথা বাঙালি জাতির জীবনের সাথে মিশিয়ে নিয়েছেন। কারণ তিনি নদীর মাঝে জীবনের গতির স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।

- উদ্দীপকেও প্রকাশিত হয়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীর অবস্থান, অবদান ও জাতীয় জীবনে এর প্রভাবের কথা। এখানকার মানুষও নদীর মতো কথা বলে। এই নদীর মাঝেই নিজেকে হারিয়ে আবার ফিরে ফিরে পাওয়া যায়। কবিতাতেও নদীর এই অবদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, নদীর অবদানের কথা বর্ণনার সাথে উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রচনা করেছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন। বাংলা ও বাঙালি জীবনে নদীর প্রভাব ও অবদান সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।
- উদ্দীপকেও এই নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীর অবদান ও বাঙালি জনজীবনে এর প্রভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই নদীর মাঝে কবি নিজেকে হারিয়ে আবার ফিরে ফিরে পান। এখানকার মানুষগুলোও নদীর মতো কথা বলে। কবিতাতেও এ ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে, তবে এটি কবিতার একমাত্র ভাব নয়।
- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বাংলাদেশের নদীর প্রভাব ও নদীর বন্দনা করা হয়েছে।
- কবি বলেছেন, এই বাংলায় জীবনরূপ যেসব নদী নিরন্তর বয়ে চলেছে, গণশিল্পীর তুলি হাতে সেই বিচিত্র জীবনের তিনি রূপকার। কবি একথাও বলেছেন, তিনি তার স্বপ্নকে বিশাল বঙ্গোপসাগরের শক্তির কাছে জমা রেখেছেন। এই শক্তিই সাগারের ঘূর্ণয়মান ভয়াল জলরাশির মতো তার শক্তিকে শক্তিমান করেছে। কবিতার এসব ভাব উদ্দীপকে উঠে আসেনি। তাই বলা যায়, প্রশ্নের মন্তব্য যথার্থ।

উদ্দীপক ৭ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সংগ্রামী বাঙালি সংগ্রাম করে এসেছে আবহমানকাল থেকে। বনের বাঘ, নদীর কুমির, পাহাড় থেকে নেমে আসা অজগর, বিষাক্ত সাপ, সর্বনাশা বন্য, ঘূর্ণিঝড় আর বহিরাগত হানাদারদের সাথে লড়াই করে এদেশের মানুষ টিকে আছে। সামনের দিকে মাথা তুলে জোর কদমে এগিয়ে চলছে।

ক. কবি দিলওয়ার কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. ঘূর্ণ্যমান ভয়াল জলরাশির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে কবিতার কোন বিষয় আলোচিত হয়েছে? ৩
ঘ. উদ্দীপকটিতে কবিতার সমগ্র বিষয় প্রতিভাত হয়েছে কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- কবি দিলওয়ার সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

খ অনুধাবন

- ঘূর্ণ্যমান ভয়াল জলরাশি দ্বারা কবি বাঙালির সংগ্রামী চেতনার শক্তিকে বুঝিয়েছেন।
- বাঙালি জীবন সংগ্রামী জীবন। আবহমানকাল ধরে বাঙালি বহিঃশত্রু ও প্রকৃতির বিরূপ পরিস্থিতির সাথে সংগ্রাম করে টিকে আছে। বহিঃশত্রুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালি বার বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সংগ্রামের শক্তি বঙ্গোপসাগরের ভয়াল জলরাশির মতোই।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে বাঙালির সংগ্রামী চেতনার শক্তির বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। বাঙালি জাতি বীরের জাতি। সকল অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিরা আজীবন সংগ্রাম করে আসছে। তাদের এই সংগ্রামী শক্তির কাছে বিদেশি শক্তি বার বার পরাজিত হয়েছে।
- কবিতাটিতেও বাঙালির সেই সংগ্রামী শক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কবি বলেছেন, তিনি তাঁর প্রাণ স্বপ্নকে বঙ্গোপসাগরের ভয়াল ঘূর্ণির কাছে আমানত হিসেবে রেখেছেন। কবিতায় এই ভাবটি বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হয়েছে। কবিতায় কবি এই শক্তি বা ক্রোধকে জাতির চেতনার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, যাতে বিদেশি শক্তিরা বাঙালিদের দমাতে না পারে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- না, উদ্দীপকে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সমগ্র বিষয় প্রতিভাত হয়নি। আংশিক বিষয়ের প্রতিফলন রয়েছে মাত্র।
- বাঙালি জীবনের সাথে, বাংলাদেশের প্রকৃতির সাথে নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনাচরণ, জাতির চেতনা প্রভৃতির উপর নদীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।
- উদ্দীপকে বাঙালির চেতনার সংগ্রামী রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে দেখা যায়, কবি তাঁর স্বপ্ন ও চেতনাকে বঙ্গোপসাগরের বিশালতার কাছে আমানত রেখেছেন। সে শক্তি ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে ভয়ানক রূপ ধারণ করে বিদেশিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। কবিতায় এই বিষয়টি একমাত্র বিষয় নয়। এখানে আরও বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

- ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতায় কবি সাগরদুহিতা নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন। কবি গণমানুষের শিল্পী হিসেবে নদীর অবদানের কথা স্বীকার করেছেন অকপটে। তিনি পদ্মা, যমুনা, সুরমা, কর্ণফুলি প্রভৃতি নদীর অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। বাংলার জীবনরূপ নদী নিরন্তর বয়ে চলেছে, গণশিল্পীর তুলি হাতে সেই বিচিত্র জীবনেরই তিনি রূপকার। এসব ভাব উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। তাই বলতে পারি, উদ্দীপকে কবিতার সমগ্র বিষয় প্রতিভাত হয়নি।

উদ্দীপক ৮ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা
ও আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা
মেঘনা যমুনা।...
এপার ওপার কোন পাড়ে জানি না
ও আমি সবখানেতে আছি।
গাঙের জলে ভাসিয়ে ডিঙা
ও আমি পদ্মাতে হই মাঝি।

ক. ‘হেম’ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ‘গণমানবের তুলি’ দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতা কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “উদ্দীপকটি কবিতার আংশিক ভাব ধারণ করেছে মাত্র।” —মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- ‘হেম’ শব্দের অর্থ সোনা।

খ অনুধাবন

- ‘গণমানবের তুলি বলতে দেশের মাটির কাছাকাছি যারা থাকে, তাদের শিল্পীসত্তাকে বোঝানো হয়েছে।
- কবি দিলওয়ার গণমানুষের কবি। তিনি খুব কাছ থেকে সাধারণ মানুষের জীবনাচরণ লক্ষ করেছেন। তাই কবি এই নদীমাতৃক বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে নদীর প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে উক্ত কথাটি বলেছেন তাদের চেতনার স্বরূপ তুলে ধরতে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সাথে ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতার বাঙালি জীবনে নদীর অবদান ও প্রভাব বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- বাংলাদেশকে ‘নদীর দেশ’ বললে ভুল বলা হবে না। কারণ এদেশের প্রায় সবকিছুই নদীর অবদানের উপর নির্ভরশীল। তাইতো কবিতায় দেখা যায়, নদীকে কবি ‘মা’ বলে সম্বোধন করেছেন।
- ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতায় কবি পদ্মা, যমুনা, সুরমা, কর্ণফুলি নদীর অবদানের কথা, বাঙালি তথা কবির নিজের জীবনে নদীর প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। উদ্দীপকেও নদীকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করে কবির জীবনে তথা জাতির জীবনে নদীর প্রভাবের কথা তুলে ধরেছেন। এদিক দিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপকটি ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতার আংশিক ভাব ধারণ করেছে মাত্র।” —মন্তব্যটি যথার্থ।
- নদীমাতৃক দেশের মানুষের জীবনের উপর নদনদী নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। জাতির চেতনার সাথে মিশে যায় নদীর অবদান, উদারতা, সৌন্দর্য। আমরা বাঙালিরা নদীর কাছে ঋণী। আমাদের জীবনে নদীর অবদানের কোনো শেষ নেই।
- উদ্দীপকে নদীকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করে তার অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন কবি। চোখের জলের ধারার সাথে তিনি নদীর স্রোতধারাকে মেশাতে চান। এ বিষয়টি ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এটিই কবিতার একমাত্র ভাব নয়।
- ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ কবিতায় কবি সাগরদুহিতা নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন এবং গণমানুষের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কবি নদীর গতির কাছ থেকে চেতনা শক্তি অর্জন করে কবির স্বপ্ন ও শক্তিকে বিশাল বঙ্গোপসাগরের কাছে আমানত রেখেছেন। সে ক্রোধ ভয়াল রূপ নিয়ে বিদেশিদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করবে এবং সমগ্র জাতির মাঝে সে ক্রোধ শক্তিরূপে সঞ্চারিত হবে। কবিতার এসব বিষয় উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়নি। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নের মন্তব্য যথার্থ।

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

১. "রক্তে আমার অনাদি অস্থি" 'প্রাণ স্বপ্ন' কে কোথায় রেখেছেন?
ক ভয়াল ঘুর্ণিতে ● বঙ্গোপসাগরে
গ গনমানবের বুকে ঘ নরদানবের মুখে

২. 'কত বিচিত্র জীবনের রং' বলতে বোঝানো হয়েছে জীবন–
ক বহুমাত্রিক খ ভিন্নধর্মী
● সংগ্রামশীল ঘ সম্পদশালী

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।
এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

৩. উদ্দীপকে "রক্তে আমার অনাদি অস্থি" কবিতায় কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে?
ক নদীর প্রবহমানতা খ সমুদ্রের ভয়াল জলরাশির শক্তি
গ কবির অমিত মনোবল ● গণমানবের শক্তি

৪. উক্ত দিকটি কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?
● ভয়াল ঘূর্ণি সে আমার ক্রোধ
খ এই ক্রোধ জ্বলে আমার স্বজন/গণমানবের বুকে–
গ মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে ঘুরে/কাটায় মারণ বেলা!
ঘ রক্তে আমার অনাদি অস্থি,

মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

ক কবি পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

৫. কবি দিলওয়ার কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক ঢাকা খ খুলনা গ পাবনা ● সিলেট

৬. কবি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৮৮০ খ ১৯৩০ ● ১৯৩৭ ঘ ১৯৩৮

৭. কবি ১৯৩৭ সালের কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
● ১ জানুয়ারি খ ১ মার্চ গ ১ এপ্রিল ঘ ১ জুন

৮. কবি দিলওয়ার সিলেট জেলার কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক কীর্তনখোলা ● ভার্থখলা
গ ভার্থপুর ঘ ভার্থখালি

৯. কবি দিলওয়ারের পূর্ণ নাম কী?
ক দিলওয়ার কবির খ দিলওয়ার শেখ
গ মোহাম্মদ দিলওয়ার ● দিলওয়ার খান

১০. কবির মায়ের নাম কী?
ক করিমুন্নেসা ● রহিমুন্নেসা
গ আসমা বেগম ঘ লুৎফুন্নেসা

১১. কবির পিতার নাম কী?
ক দিলদার খান খ মোশারফ খান
● মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান ঘ খান মোহাম্মদ হাসান

১২. কবি দিলওয়ার কী হিসেবে সমধিক পরিচিত?
ক বিদ্রোহী কবি ● গণমানুষের কবি
গ মানতাবাদী কবি ঘ সাম্যবাদী কবি

১৩. কবি দিলওয়ার কত দিন শিক্ষকতা করেন?
● দুই মাস খ তিন মাস গ চার মাস ঘ পাঁচ মাস

১৪. কত খ্রিষ্টাব্দে দিলওয়ার দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় কাজ করেন?
ক ১৯৬৪ খ্রি. খ ১৯৬৫ খ্রি.
গ ১৯৬৬ খ্রি. ঘ ১৯৬৭ খ্রি.

১৫. কোন কারণে কবি পেশা পরিত্যাগ করলেন?
ক অর্থকষ্টে ● স্বাস্থ্যগত গ অতৃপ্তিতে ঘ দুনীতির

১৬. কবি কত সালে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় কাজ শুরু করেন?
ক ১৯৩৭ খ ১৯৪৭ গ ১৯৫৭ ● ১৯৬৯

১৭. কবি দিলওয়ার কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৯৩৫ খ্রি. খ ১৯৩৬ খ্রি.
● ১৯৩৭ খ্রি. ঘ ১৯৩৮ খ্রি.

১৮. সিলেট শহরের পাশ দিয়ে কোন নদী বয়ে গেছে? (জ্ঞান)
ক পদ্মা নদী খ মেঘনা নদী
গ যমুনা নদী ● সুরমা নদী

১৯. ভার্থখলা গ্রাম সুরমা নদীর কোন দিকে?
ক পূর্ব দিকে খ পশ্চিম দিকে
গ উত্তর দিকে ● দক্ষিণ দিকে

২০. কবি দিলওয়ার কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক সুবর্ণগ্রাম ● ভার্থখলা গ পরানপুর ঘ গোয়ালখালি

২১. কবি দিলওয়ার তাঁর নাম থেকে কোন পদবি বাদ দেন?
● খান খ খাঁ গ সৈয়দ ঘ ভূঁইয়া

২২. কবি দিলওয়ারের পিতার নাম কী?
● মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান খ মোহাম্মদ দিলবার খান
গ মাও. কামাল হোসেন ঘ সৈয়দ হাসানুল হক

২৩. কবি দিলওয়ারের মায়ের নাম কী?
ক করিমুন্নেসা খ লতিফুন্নেসা
● রহিমুন্নেসা ঘ ফজিলাতুন্নেসা

২৪. কবি দিলওয়ার কী হিসেবে সমধিক পরিচিত?
ক বিদ্রোহী কবি ● গণমানুষের কবি
গ মানবতাবাদী কবি ঘ দুঃখ বাদী কবি

২৫. কবি দিলওয়ার পারিবারিক কোন পদবি বর্জন করেন?
● খান খ মোহাম্মদ গ সৈয়দ ঘ শেখ

২৬. কত খ্রিষ্টাব্দে দিলওয়ার দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় কাজ করেন?
ক ১৯৬৪ খ্রি. খ ১৯৬৫ খ্রি. গ ১৯৬৬ খ্রি. ● ১৯৬৭ খ্রি.

২৭. 'জিজ্ঞাসা' কাব্যটি প্রকাশিত হয় কত সালে?
ক ১৯৪৩ সালে ● ১৯৫৩ সালে

ⓖ ১৯৬৩ সালে ⓘ ১৯৬৪ সালে

২৮. কোনটি দিলওয়ার রচিত কাব্যগ্রন্থ নয়?
ⓚ ঐকতান ⓛ রক্তে আমার অনাদি অস্থি
ⓜ বাংলাদেশ জন্ম না নিলে ⓝ দুই মেরু দুই ডানা

২৯. 'উদ্ভিন্ন উল্লাস' দিলওয়ার রচিত কোন ধরনের রচনা?
ⓚ কবিতা ⓛ কাব্যগ্রন্থ ⓜ উপন্যাস ⓝ প্রবন্ধ

৩০. নিচের কোনটি দিলওয়ারের ছড়াগ্রন্থ?
ⓚ দিলওয়ারের ছড়া–ভুবন
ⓛ দিলওয়ারের অ, আ, ক, খ
ⓜ দিলওয়ারের শত ছড়া ⓝ দিলওয়ারের ছড়া জগৎ

৩১. কবি দিলওয়ারের কাব্যগ্রন্থ নয় নিচের কোনটি?
ⓚ জিজ্ঞাসা ⓛ ঐকতান
ⓜ উদ্ভিন্ন উল্লাস ⓝ ছায়ানট

৩২. নিচের কোনটি কবির প্রবন্ধ গ্রন্থ?
ⓚ বইপড়া ⓛ সবুজপত্র
ⓜ প্রবন্ধ সংগ্রহ ⓝ বাংলাদেশ জন্ম না নিলে

৩৩. 'ছড়ায় অ আ ক খ' গ্রন্থটি কার লেখা?
ⓚ দিলওয়ার ⓛ সুকুমার রায়
ⓜ সুকান্ত ভট্টাচার্য ⓝ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪. কবি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ⓚ ২০০৩ ⓛ ২০০৪ ⓜ ২০১০ ⓝ ২০১৩

৩৫. কবি দিলওয়ার কোন পত্রিকায় 'সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন?
ⓚ দৈনিক ইত্তেফাক ⓛ দৈনিক গণকণ্ঠ
ⓜ দৈদিন কালের কণ্ঠ ⓝ দৈনিক সবুজপত্র

৩৬. কবি দিলওয়ার 'দৈনিক গণকণ্ঠে' কী হিসেবে কাজ করেন?
ⓚ সম্পাদক ⓛ সহকারী সম্পাদক
ⓜ লেখক ⓝ সাংবাদিক

৩৭. কবি দিলওয়ার কত সাল পর্যন্ত 'দৈনিক গণকণ্ঠে' সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন?
ⓚ ১৯৭০–৭২ সাল ⓛ ১৯৭৩–৭৪ সাল
ⓜ ১৯৭৪–৭৫ সাল ⓝ ১৯৭৫–৭৬ সাল

৩৮. কবি দিলওয়ার সাংবাদিক পেশা বাদ দেন কেন?
ⓚ রাজনৈতিক কারণে ⓛ পারিবারিক কারণে
ⓜ স্বাস্থ্যগত কারণে ⓝ অর্থনৈতিক কারণে

৩৯. কবি দিলওয়ারের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
ⓚ বনফুল ⓛ জীবন–জিজ্ঞাসা
ⓜ জিজ্ঞাসা ⓝ সোনালী কাবিন

৪০. কবি দিলওয়ারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কত সালে প্রকাশিত হয়?
ⓚ ১৯৫০ সালে ⓛ ১৯৫১ সালে
ⓜ ১৯৫২ সালে ⓝ ১৯৫৩ সালে

৪১. 'বাংলাদেশ জন্ম না নিলে' কোন ধরনের রচনা?
ⓚ প্রবন্ধগ্রন্থ ⓛ উপন্যাস ⓜ ছোট গল্প ⓝ কাব্যগ্রন্থ

৪২. নিচের কোনটি দিলওয়ারের কাব্যগ্রন্থ?
ⓚ বাঁশী ⓛ ঐকতান ⓜ ছোটগল্প ⓝ কাব্যগ্রন্থ

খ মূল পাঠ : (বোর্ড বই থেকে)

৪৩. কবি যমুনা নদীর কাছে কী চেয়েছেন?
ⓚ পানি ⓛ উর্বরতা ⓜ যৌবন ⓝ প্রেম

৪৪. কবি দিলওয়ার কার কাছে যৌবন চেয়েছেন?
ⓚ পদ্মার ⓛ মেঘনার ⓜ যমুনার ⓝ সুরমার

৪৫. কবির মতে কোন নদীর বুকের পলিতে গলিত হেম?
ⓚ পদ্মা ⓛ মেঘনা ⓜ সুরমা ⓝ কর্ণফুলি

৪৬. কবির মতে মানুষের জীবনের রং কেমন?
ⓚ কালো ⓛ নানা বর্ণের মিশ্রণ
ⓜ লাল ⓝ সবুজ

৪৭. 'রেখেছি আমার প্রাণ স্বপ্নকে'–এর পরের চরণটি কী?
ⓚ কাটার মারণবেলা ⓛ চারদিকে করে খেলা
ⓜ বঙ্গোপসাগরেই ⓝ উপমা যে তার নেই

৪৮. প্রকৃতিতে নিরন্তর কে বয়ে চলে?
ⓚ কবি নিজে ⓛ নদী ⓜ সাগর ⓝ জীবন ধারা

৪৯. নদীর বুকে গণমানুষের জীবনচিত্র আঁকার জন্য কে তুলি ধরেছেন?
ⓚ চিত্রশিল্পী ⓛ বঙ্গোপসাগর
ⓜ কবি নিজেই ⓝ দেশের জনগণ

৫০. কবি তাঁর প্রাণ স্বপ্নকে কোথায় রেখেছেন?
ⓚ নদীর বুকে ⓛ পাহাড়ে
ⓜ গ্রামে ⓝ বঙ্গোপসাগরে

৫১. কবির অনাদি অস্থি কোথায়?
ⓚ দেহে ⓛ রক্তে ⓜ মাথায় ⓝ হাতে

৫২. 'নিরবধি' বলতে কী বোঝায়?
ⓚ সবখানে ⓛ সবসময় ⓜ নির্জনতা ⓝ নীরবে থাকা

৫৩. কবির স্বজনেরা জ্বলে কেন?
ⓚ আগুনের তাপে ⓛ হিংসায়
ⓜ অন্যায়ের প্রতিবাদে ⓝ অভিশাপে

৫৪. প্রাণের জাহাজ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ⓚ বড় জাহাজ ⓛ প্রিয় জাহাজ
ⓜ জাতির সম্পদ ⓝ প্রচুর সম্পদ

৫৫. 'গলিত হেম' বলতে কী বোঝায়?
ⓚ গলিত মাটি ⓛ খাঁটি সেনা
ⓜ গলিত সোনা ⓝ উর্বরতা

৫৬. 'সুরমা' নদীর পলিকে কবি কীসের সাথে তুলনা করেছেন?
ⓚ উর্বরতা ⓛ গলিত সোনা ⓜ হীরক ⓝ রুপা

৫৭. কবি নরদানব বলেছেন কাকে?
ⓚ হানাদারকে ⓛ রাক্ষসকে
ⓜ সন্ত্রাসীকে ⓝ ডাকাতকে

৫৮. 'গণমানবের তুলি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ⓚ আঁকার জন্য তুলি ⓛ জনতার তুলি
ⓜ শিল্পী মন ⓝ সৃজনশীলতা

৫৯. কবি গণমানবের প্রতি কী অনুভব করেন?
ক দায়বদ্ধতা খ স্বপ্ন গ আশা ঘ প্রতিহিংসা

৬০. কবি সুরমার পলিকে গলিত হেম বলেছেন কেন?
ক উর্বর শক্তির জন্য খ খাঁটি সোনা বলে
গ নদীকে ভালোবেসে ঘ সুরমার তীরে জন্ম বলে

৬১. কবি দিলওয়ারের 'খান' পদবি বর্জন করার মাঝে কোন চেতনা ফুটে উঠেছে?
ক সাম্যবাদী খ পরোপকারী
গ সাম্প্রদায়িক ঘ বৈষম্যমূলক

৬২. 'পলিতে গলিত হেম'– চরণটির পূর্বের চরণ কোনটি?
ক পদ্মা তোমার কাজল বুকের খ যমুনা তোমার কাজল বুকের
গ মেঘনা তোমার কাজল বুকের ঘ সুরমা তোমার কাজল বুকের

৬৩. কবি বঙ্গোপসাগরে কী রেখেছেন?
ক খনিজ সম্পদ খ অস্তিত্ব
গ প্রাণ স্বপ্ন ঘ জীবনবাজি

৬৪. কবি জীবন নদীর ছবি আঁকতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে কেন প্রাণ স্বপ্ন রেখেছেন?
ক বঙ্গোপসাগর নদী থেকে বড় বলে
খ বঙ্গোপসাগর সব নদীর কেন্দ্র বলে
গ জীবন নদীর বিস্তৃত পটভূমি আঁকার অভিলাষে
ঘ বঙ্গোপসাগর সবচেয়ে বড় বলে

৬৫. কবির মতে নদীর বুকে কীসের ফাঁদ পাতা রয়েছে?
ক খনিজ সম্পদের খ জলদস্যুর
গ মৃত্যুর ঘ মাছের

৬৬. কবির মতে, মানুষের জীবনের রং কেমন?
ক ধূসর খ উজ্জ্বল
গ সাদা ঘ রঙিন তুলিতে আঁকা নানা বর্ণের মিশ্রণ

৬৭. "এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়' –উদ্দীপকের কোন ভাবনা কবি দিলওয়ারের ভাবনাকে মনে করিয়ে দেয়?
ক বাংলাদেশের দক্ষিণের সৌন্দর্য
খ নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা
গ বাংলার চির প্রবহমানতা
ঘ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধতা

৬৮. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কবি দিলওয়ারের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত?
ক উদ্ভিন্ন উল্লাস খ সপৃথিবী রইবো সজীব
গ রক্তে আমার অনাদি অস্থি ঘ বাংলাদেশ জন্ম না নিলে

৬৯. কবি তাঁর প্রাণশক্তি কোথায় রেখেছেন?
ক যমুনা নদীতে খ পদ্মা নদীতে
গ সুরমার পলি মাটিতে ঘ বঙ্গোপসাগরে

৭০. গণশিল্পীর তুলি হাতে কবি কোন ছবি আঁকবেন?
ক গণমানুষের ছবি
খ জীবনরূপ বাংলার নদীর বয়ে চলার ছবি
গ প্রিয়ার ছবি ঘ নদীর ছবি

৭১. "মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে কাটায় মারণ বেলা!"–কবিতাংশের অন্তর্নিহিত অর্থ কী?
ক মরণের আহ্বানে মুগ্ধ হয়ে বেলা পার করা
খ নদীর বাঁকে বাঁকে পাতা আছে মৃত্যুর ফাঁদ
গ নদীর বাঁকে যে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে, কবি তাতে মুগ্ধ
ঘ জনগণের জীবনে মৃত্যু ফাঁদ হলো নদী

৭২. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি'–কবিতায় 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' বাক্যটি কতবার ব্যবহার করা হয়েছে?
ক একবার খ দুইবার গ তিনবার ঘ চারবার

৭৩. 'অভিযানে বীর সেনাদল জ্বালাও মশাল, চল আগে চল!'– উদ্দীপকের কোন ভাবনা কবি দিলওয়ার 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন?
ক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম
খ রাজনৈতিক সংগঠনের স্লোগান
গ অন্যায়ের প্রকোপে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ
ঘ মশাল জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করা

৭৪. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' বলতে কী বোঝায়?
ক কবির রক্ত অস্থিতে অনাদি
খ অনাদি অস্থিতে কবি রক্তাক্ত
গ জাতিসত্তার শোণিত অস্থি, যা কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করেছেন
ঘ কবির রক্তে আদিমানবের অস্থি

৭৫. বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন কেন বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দমাতে পারে না?
ক বাঙালির ক্রোধ বেশি বলে
খ ক্রোধে উন্মত্ত বাঙালি ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে বলে
গ বাঙালি যুদ্ধোন্মাদ বলে
ঘ বাঙালি জনগোষ্ঠীর শক্তি বেশি বলে

৭৬. 'যখনই বোঝাই প্রাণের জাহাজ নরদানবের মুখে।'– চরণদ্বয়ের মর্মার্থ কী?
ক যখন নররাক্ষসেরা আঘাত করে জাহাজে
খ যখন প্রাণের জাহাজ দানব কর্তৃক বন্দি হয়
গ যখন অত্যাচারিতের জনগণ ও সম্পদের ওপর আগ্রাসনী মানসিকতা
ঘ যখন মানুষেরা জাহাজ ডুবি হয়ে মরে

৭৭. স্বজনেরা কেন ক্রোধে জ্বলে?
ক আগ্রাসীদের প্রকোপে খ কবির প্রতি অভিমান করে
গ দেশের স্বাধীনতা আনায়নের জন্য ঘ অন্যায়ের প্রতিবাদে

৭৮. "প্রাণের জাহাজ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক জনতা ও জনসম্পদ খ মানুষের জীবন
গ কবির জন্মভূমির মানুষেরা ঘ কবির মানসপ্রিয়া

৭৯. 'উপমা যে তার নেই' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক কবি উপমা খুঁজে পান নি
খ কবি উপমা দিতে চান নি

ⓖ বর্ণনা করে এর শেষ করা যাবে না বলে তুলনা/উপমা নেই বলেছেন
ⓘ উপমা প্রয়োগে বাহুল্য দোষ হবে বলে উপমা দেন নি

৮০. 'এই ক্রোধে জ্বলে আমার স্বজন"–এখানে কবি কোন স্বজনের কথা বলেছেন?
ⓚ কবির পরিবারের লোকজন ⓛ কবির প্রিয়জন
ⓖ কবির জন্মভূমির মানুষেরা ⓘ কবির মানসপ্রিয়া

৮১. নিচের কোনটি সমার্থক নয়?
ⓚ নরপশু ⓛ নরদানব
ⓖ বিদেশী নরপিশাচ ⓘ নরখাদক

৮২. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি যৌবনের প্রত্যাশা করেছেন কার কাছে?
ⓚ পদ্মা ⓛ মেঘনা ⓖ যমুনা ⓘ গঙ্গা

৮৩. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় যমুনার কাছে কী প্রত্যাশা করা হয়েছে?
ⓚ প্রেম ⓛ যৌবন ⓖ মরণ ⓘ স্বপ্ন

৮৪. কার কাজল বুকের পলিতে গলিত হেম?
ⓚ পদ্মা ⓛ মেঘনা ⓖ যমুনা ⓘ সুরমা

৮৫. 'পলিতে গলিত হেম'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ⓚ সোনা মেশানো পলিমাটি ⓛ কাদা মেশানো সোনা
ⓖ রুপা মেশানো বালিকণা ⓘ রূপা মেশানো পলিকণা

৮৬. 'গণমানবের তুলি' বলতে কী বোঝায়?
ⓚ জনগণের তুলি ⓛ শিল্পী জনতার তুলি
ⓖ রং তুলি ⓘ ছবি আঁকার তুলি

৮৭. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় চারদিকে কী খেলা করে?
ⓚ ছবির রং ⓛ জীবনের রং ⓖ মৃত্যুর রং ⓘ স্বপ্নের রং

৮৮. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি মরণকে কী বলে চিহ্নিত করেছেন?
ⓚ মুগ্ধ ⓛ আনন্দের ⓖ ভয়ঙ্কর ⓘ বীভৎস

৮৯. কবি তাঁর 'প্রাণের স্বপ্নকে' কোথায় রেখেছেন?
ⓚ মহাসাগরে ⓛ বঙ্গোপসাগরে
ⓖ পদ্মা নদীতে ⓘ মেঘনা নদীতে

৯০. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবির ক্রোধ কীসের ন্যায় প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ ঘূর্ণিঝড় ⓛ ভয়াল ঘূর্ণি ⓖ কালবৈশাখী ⓘ দাবানল

৯১. কবির ক্রোধ কোথায় জ্বলে?
ⓚ কুলি মজুরের বুকে ⓛ ধনিক শ্রেণির বুকে
ⓖ গণমানুষের বুকে ⓘ ভীনদেশিদের বুকে

৯২. 'প্রাণের জাহাজ'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ⓚ জনগণের সম্পদ ⓛ রাষ্ট্রীয় সম্পদ
ⓖ বৈশ্বিক ⓘ বিদেশের সম্পদ

৯৩. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় পদ্মা নদীর নাম কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ দুই বার ⓛ তিন বার ⓖ চারবার ⓘ পাঁচবার

৯৪. কল্লোল বর্ষাকালের চিত্রা নদী দেখে বিস্মিত। চিত্রার তখন ভরা যৌবন থৈ থৈ জল।
– 'চিত্রা' নদীর 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বর্ণিত কোন নদীকে নির্দেশ করে?
ⓚ গঙ্গা ⓛ পদ্মা ⓖ মেঘনা ⓘ যমুনা

গ শব্দার্থ ও টীকা : (বোর্ড বই থেকে)

৯৫. নিচের কোন শব্দটি 'অস্থি' শব্দটির সমার্থক নয়?
ⓚ হাড় ⓛ কঙ্কাল ⓖ চর্ম ⓘ অতিশয় শীর্ণ

৯৬. নিচের কোনটি ভিন্নার্থক?
ⓚ সুবর্ণ ⓛ সোনা ⓖ হেম ⓘ কারুশিল্প

৯৭. 'পলিতে গলিত হেম'–বাক্যের অর্থ কী?
ⓚ গলিত সোনা মেশানো পলিমাটি
ⓛ সোনা গলে জলে ভেসে যাওয়া
ⓖ পলিমাটির রং সোনার মতো
ⓘ কারুকার্যময় পলিমাটি

৯৮. 'গণমানবের তুলি' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ জনগণকে তুলে নেওয়া ⓛ জনগণের সম্পদ
ⓖ গণমানবের শিল্পী রূপ তুলি ⓘ জনগণের রং তুলি

৯৯. 'গণমানব' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ ধনী মানুষ ⓛ শহরের মানুষ
ⓖ অভিজাত মানুষ ⓘ প্রান্তিক মানুষ

১০০. 'হেম' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ সোনা ⓛ রুপা ⓖ তামা ⓘ পিতল

১০১. 'ঘূর্ণি' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ ঘূর্ণ্যমান ⓛ ঘূর্ণ্যমান জলরাশি
ⓖ ঘূর্ণিঝড় ⓘ ঘূর্ণিবায়ু

১০২. 'গণমানব' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ নাগরিক মানুষ ⓛ শহরের মানুষ
ⓖ অভিজাত মানুষ ⓘ প্রাস্তিক মানুষ

১০৩. নিচের কোনটি মাধ্যমে কবি গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিচের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন?
ⓚ শিল্পী সত্তার তুলি ⓛ আমজনতার তুলি
ⓖ গণমানবের তুলি ⓘ গণমানুষের তুলি

১০৪. জনতা ও জনসম্পদ বোঝাতে কবি দিলওয়ার কোন কথাটি ব্যবহার করেছেন?
ⓚ প্রাণের জাহাজ ⓛ প্রাণের তরী
ⓖ জীবন জাহাজ ⓘ জীবনতরী

১০৫. 'হেম' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ সোনা ⓛ রুপা ⓖ তামা ⓘ পিতল

১০৬. 'নিরবধি' শব্দের সমার্থক শব্দগুচ্ছ কোনটি?
ⓚ সবসময়, নিরিবিলি ⓛ বিরামহীন, শেষহীন
ⓖ ক্লান্তিহীন, নিরন্তন ⓘ শেষহীন, সীমাহীন

ঘ পাঠ পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

১০৭. কতমাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি রচিত?
ⓚ ২ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ⓛ ৪ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত
ⓖ ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ⓘ ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত

১০৮. কবিতাটির ছন্দ বিভাজন কী রকম?

ক ৬ + ৫ + ২ ● ৬ + ৬ + ২
গ ৬ + ৪ + ২ ঘ ৬ + ৩ + ২

১০৯. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত?
ক মুনীর চৌধুরী খ জহির রায়হান
গ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ● কবীর চৌধুরী

১১০. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
ক স্বপৃথিবী খ স্বনিষ্ঠ সনেট
গ দিলওয়ারের নির্বাচিত কবিতা ● রক্তে আমার অনাদি অস্থি

১১১. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কাব্যটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক ১৯৮০ সালে ● ১৯৮১ সালে
গ ১৯৮২ সালে ঘ ১৯৮৩ সালে

১১২. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কাব্যগ্রন্থ কোথেকে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক যশোর খ রাজশাহী
● সিলেট ঘ চট্টগ্রাম

১১৩. কবি দিলওয়ার কীসের রূপকার?
ক বাংলার প্রকৃতির খ বাংলার নদী নদীর
● বাংলার বিচিত্র জীবনরূপের ঘ বাংলার সাধারণ জনগণের

১১৪. কবি দিলওয়ার তাঁর স্বপ্নকে কোথায় আমানত রেখেছেন?
ক পদ্মায় খ মেঘনায়
গ যমুনায় ● বঙ্গোপসাগরে

১১৫. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কে কবির ক্রোধকে শক্তিমান করেছে?
ক নদী খ সমুদ্র
গ নদীর ঢেউ ● সমুদ্রের বিশাল জলরাশি

১১৬. কোনটি কবি দিলওয়ার–এর একার না থেকে সমগ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদে পরিণত হয়েছে?
● ক্রোধ খ হাসি
গ হিংসা ঘ জীবন

১১৭. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কয় মাত্রায় রচিত?
ক চার মাত্রা খ পাঁচ মাত্রা ● ছয় মাত্রা ঘ সাত মাত্রা

১১৮. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক অক্ষরবৃত্ত খ স্বরবৃত্ত ● মাত্রাবৃত্ত ঘ অষ্টক

ঙ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর :

১১৯. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় পদ্মা নদী সম্পর্কে বলা যায়–
i. কবি এই নদীর যৌবন প্রত্যাশী
ii. কবি যেন এ নদীর বুকে গণমানবের তুলি
iii. এ নদীর চারদিকে বিচিত্র জীবনের রং খেলা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২০. 'মারণবেলা' কথাটির অর্থ–
i. হনন কাল
ii. বিনাশ কাল
iii. সংগ্রাম কাল
নিচের কোনটি সঠিক?
● ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২১. 'ঘূর্ণি' শব্দের অর্থ –
i. ঘূর্ণ্যমান জলরাশি ii. ঊর্মিময় জলরাশি
iii. আবর্তিত জলরাশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২২. 'মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে ঘুরে' চরণটির মর্মবাণী হলো–
i. জীবনের সাথে মরণের সম্পৃক্ততা
ii. নদীর বাঁকে বাঁকে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা
iii. মৃত্যু এখানে বাধাহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৩. 'নরদানব' বলতে বোঝানো হয়–
i. মানুষরূপী দানব ii. নরপশু
iii. বিদেশি নরপিশাচ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ ii ও iii ● ঘ i, ii ও iii

১২৪. বিদেশিদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধে জ্বলে–
i. কবি ii. সেনারা
iii. কবির স্বজনেরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii ● গ iii ঘ i, ii ও iii

১২৫. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় ফুটে উঠেছে–
i. বাংলার প্রকৃতিতে নদীর অবদান
ii. বাঙালি জাতিসত্তার রূপ
iii. বিদেশিদের রূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● খ i ও ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১২৬. কবি সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছেন–
i. একুশে পদক
ii. জুলিও কুরি পদক
iii. বাংলা একাডেমি পুরস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii ● গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৭. কবির কাব্যগ্রন্থ হলো–
i. জিজ্ঞাসা
ii. ঐকতান
iii. বাংলাদেশ জন্ম না নিলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৮. কবি দিলওয়ারের কবিতার মূল সুর হলো–

i. মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা
ii. দায়বদ্ধতা
iii. জীবনাচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১২৯. রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় ফুটে উঠেছে–
i. নদীমাতৃক বাংলার চিত্র
ii. জাতিসত্তার শোণিত অস্তিত্বের বিলোপ
iii. নিজের অস্তিত্বের সাথে জাতিসত্তার অস্থির সম্মিলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১৩০. আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধে জ্বলে–
i. কবি ii. কবির স্বজনেরা
iii. বাঙলার গণমানব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩১. 'অশেষ নদী ও ঢেউ' বলতে বোঝানো যায়–
i. অসংখ্য নদী ও স্রোত ii. জীবন বৈচিত্র্যের স্রোত অসংখ্য
iii. শেষ হয় না এমন নদী ও ঢেউ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩২. 'স্বনিষ্ঠ সনেট' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা হলেন–
i. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ii. অমিয় চক্রবর্তী
iii. দিলওয়ার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ iii ঘ i, ii ও iii

১৩৩. 'নরদানব' বলতে বোঝানো হয়–
i. নরপশু
ii. মানুষরূপী দানব
iii. বিদেশি নরপিশাচ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৪. কবি দিলওয়ার সম্পর্কে বলা যায় –
i. গণমানুবের মুক্তি তাঁর লক্ষ্য
ii. বিভেদমুক্ত কল্যাণী পৃথিবীর তিনি স্বাপ্নিক
iii. গণমানুষের প্রতি দায়বদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৫. কবি দিলওয়ারের কাব্যগ্রন্থ হলো –
i. 'ঐকতান', 'উদ্ভিন্ন উল্লাস'
ii. রক্তে আমার অনাদি অস্থি, স্বনিষ্ঠ সনেট
iii. Facing the Music নির্বাচিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৬. কবি দিলওয়ারের ছড়া গ্রন্থ হলো –
i. দিলওয়ারের শতছড়া
ii. এলাটিং বেলাটিং
iii. ছড়ায় অ আ ক খ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৭. কবি দিলওয়ার ---
i. কবি
ii. লেখক
iii. ছড়াকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৮. কবি দিলওয়ারের প্রাপ্ত পুরস্কারগুলো হচ্ছে–
i. বাংলা একাডেমি পুরস্কার
ii. একুশে পদক
iii. ইউনেস্কো পুরস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৯. কবি দিলওয়ারের কবিতার মূল সুর–
i. দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি আস্থা
ii. বিভেদমুক্ত কল্যাণী পৃথিবীর প্রতি আস্থা
iii. গণমানুষের মুক্তির প্রতি আস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় পদ্মা নদী সম্পর্কে বলা যায়–
i. কবি এই নদীর যৌবন প্রত্যাশী
ii. কবি যেন এ নদীর বুকে গণমানবের তুলি
iii. এ নদীর চারদিকে বিচিত্র জীবনের রং খেলা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪১. কবি দিলওয়ার যে সকল নদীর বুকে নিজেকে নিরবধি গণমানবের তুলি বলেছেন সেগুলো হলো –
i. পদ্মা, যমুনা, সুরমা
ii. মেঘনা,গঙ্গা, কর্ণফুলী
iii. ইছামতি, তিস্তা, চিত্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪২. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় প্রথম স্তবকে ফুটে উঠেছে–
i. নদীমাতৃক বাংলাদেশের কথা
ii. সোনা মেশানো পলিমাটির কথা
iii. ঘূর্ণ্যমান বিশাল জলরাশির কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৩. 'গণমানব' কথাটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে–

i. প্রান্তিক জনগণের অর্থে
ii. শিল্পী জনতার অর্থে
iii. সাধারণ জনগণের অর্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৪. 'মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে ঘুরে' চরণটির মর্মবাণী হলো–
i. জীবনের সাথে মরণের সম্পৃক্ততা
ii. নদীর বাঁকে বাঁকে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা
iii. মৃত্যু এখানে বাধাহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৫. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটিতে চিত্রিত হয়েছে–
i. সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিত্র
ii. বিদেশি আগ্রাসনের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গি
iii. স্বদেশের প্রতি কবির মমত্ববোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৬. 'মারণবেলা' কথাটির অর্থ–
i. হনন কাল
ii. বিনাশ কাল
iii. সংগ্রাম কাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৭. 'ঘূর্ণি' শব্দের অর্থ –
i. ঘূর্ণ্যমান জলরাশি
ii. ঊর্মিময় জলরাশি
iii. আবর্তিত জলরাশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৮. গণমানবের কবি হিসেবে দিলওয়ার ঘোষণা করেছেন নিজের–
i. প্রত্যয়
ii. দ্রোহ
iii. প্রতিশ্রুতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৯. বাংলার বহমান জীবন–
i. আড়ষ্ট
ii. বাধাহীন নয়
iii. প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫০. বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন এ দেশের জনগোষ্ঠীকে দমাতে পারে না কারণ–
i. বঙ্গোপসাগরের শক্তি কবির ক্রোধকে শক্তিশালী করেছে
ii. কবির ক্রোধ কেবল কবির একার নয়
iii. কবির ক্রোধ সমগ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদে পরিণত হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫১. কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন–
i. জাতিসত্তার আবেগ
ii. জাতিসত্তার শোণিত
iii. জাতিসত্তার অস্থি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫২. 'নরদানব' বলতে বোঝায়–
i. বিশাল আকৃতির দানব
ii. নরপশু
iii. মানুষরূপী দানব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৩. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি বন্দনা করেছেন–
i. সাগরদুহিতা বাংলাদেশের
ii. নদীমাতৃক বাংলাদেশের
iii. বাঙালির জাতিসত্তার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৪. প্রবহমান নদীর বুকে পাতা আছে–
i. বিনাশ ii. মৃত্যুর ফাঁদ
iii. সৌন্দর্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৫. কাদের উপর কবির ক্রোধ আপতিত হয়েছে?
i. বিদেশিদের প্রতি
ii. ধনিক শ্রেণির প্রতি
iii. নরদানবদের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৬. বিদেশিরা কবি দিলওয়ার সম্পর্কে যা জানে না, তা হলো–
i. কবির অস্তিত্বের কথা
ii. কবির জাতিসত্তার কথা
iii. কবির দেশের প্রতি মমত্ববোধের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

চ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

* **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৭ ও ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**
আমি বাংলায় গান গাই

আমি আমার আমিকে চিরদিন এই
বাংলায় খুঁজে পাই

১৫৭. উদ্দীপকের ভাবের সাথে নিচের কোন ভাবের সাদৃশ্য আছে?

ক ঐকতান ● খ রক্তে আমার অনাদি অস্থি
গ লোক–লোকান্তর ঘ তাহারেই পড়ে মনে

১৫৮. উদ্দীপক ও কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. দেশপ্রেম
ii. জাতীয়তাবোধ
iii. মানবপ্রেম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ● খ i ও ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

*** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৯–১৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

ও নদীরে–
একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে
বল কোথায় তোমার দেশ
তোমার নেইকি চলার শেষ।
[–আধুনিক গান/শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়]

১৫৯. জীবনের বিচিত্র রং কোথায় খেলা করে?

ক পথেঘাটে খ গ্রামে গ শহরে ● ঘ চারিদিকে

১৬০. কবি নিজের ক্রোধকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?

ক আগুনের ● খ ভয়াল ঘূর্ণির
গ নদীর স্রোতের ঘ পলিমাটির

১৬১. উদ্দীপকে ও 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় উঠে এসেছে–

i. নদীর কথা ii. প্রকৃতি চেতনা
iii. নদীর প্রতি ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ iii ● ঘ i, ii ও iii

*** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬২ ও ১৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

"নদীর পারে নদী গেছে নদীর নাহি শেষ
কত অজানা গাঁ পেরিয়ে কত না–জানা দেশ।
সাত সাগরের পণ্য চলে সওদাগরের নায়
সুধার ধারা গড়িয়ে পড়ে গঞ্জ নগর ছায়।"

১৬২. উদ্দীপকের ভাবটির সাথে কবি দিলওয়ার খানের যে মনোভাবের সাদৃশ্য রয়েছে–

i. স্বদেশপ্রেম
ii. নদীমাতৃক বাংলার সৌন্দর্যমুগ্ধতা
iii. বাংলার অসংখ্য নদীর প্রাচুর্যের বর্ণনায় মননশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

● ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৩. উদ্দীপকের কবিতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে কোন চরণকে?

ক কত বিচিত্র রং
খ পদ্মা যমুনা সুরমা মেঘনা গঙ্গা কর্ণফুলী
গ রেখেছি আমার প্রাণ স্বপ্নকে বঙ্গোপসাগরেই
● ঘ পদ্মা সুরমা মেঘনা যমুনা...অশেষ নদী ও ঢেউ

*** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৪ ও ১৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

"নদীর জলে আগুন ছিল
আগুন ছিল বৃষ্টিতে
.....
আগুন ছিল মুক্তিসেনার
স্বপ্ন ঢলের বন্যায়
প্রতিবাদের প্রবল ঝড়ে
কাঁপছিল সব অন্যায়।"
তখন সত্যি মানুষ ছিলাম

১৬৪. উদ্দীপকের বিষয়ভাবনা 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কোন চরণের প্রতিনিধিত্ব করে?

ক রেখেছি আমার প্রাণ স্বপ্নকে বঙ্গোপসাগরেই
খ কত বিচিত্র জীবনের রং
● গ এই ক্রোধ জ্বলে আমার স্বজন গণমানবের বুকে
ঘ রক্তে আমার অনাদি অস্থি

১৬৫. কবির কোন ভাবনাটিকে উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়?

ক স্বদেশপ্রেম ● খ আপসহীন প্রতিবাদী
গ স্বদেশের ওপর বিদেশী শক্তির আগ্রাসন
ঘ বিদেশের মানুষের কাছে স্বদেশের পরিচয় তুলে ধরা

*** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৬ ও ১৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

নীলয় ইছামতি নদীকে খুব ভালোবাসে। এর সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ। সে যেন এই নদীর প্রেম প্রত্যাশী।

১৬৬. উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক মানুষের প্রতি নদীর প্রেম
● খ নদীর প্রতি মানুষের প্রেম
গ নদী ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতা
ঘ নদীর সৌন্দর্য

১৬৭. উদ্দীপকের ইছামতি নদী 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কোন নদীর সঙ্গে তুলনীয়?

ক পদ্মা খ মেঘনা ● গ যমুনা ঘ সুরমা

*** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা
ও আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা
মেঘনা যমুনা।

১৬৮. উদ্দীপকটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতাকে নির্দেশ করে?

ক বাংলাদেশ খ এই পৃথিবীতে এক
● গ রক্তে আমার অনাদি অস্থি ঘ সোনার তরী

১৬৯. উক্ত কবিতায় আরও যে সকল নদীরনাম আছে তা হলো–

i. কর্ণফুলী ii. চিত্রা iii. সুরমা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

* **উদ্দীপকটি পড়ে ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

অনেক নদী আছে বর্ষার প্লাবনে ডুবে যায়। বাংলার বুকে জটার মতো নদীর প্যাচ। সেখানে বড় বড় ঢেউয়ের আঘাতে তীরগুলি ভেঙে পড়ে। বিচিত্র এই সব নদীর খেলা।

১৭০. উদ্দীপকের ভাব কোন রচনায় ফুটে উঠেছে?

ক নবান্ন ● রক্তে আমার অনাধি অস্থি

গ বিদ্রোহী ঘ দেশ

১৭১. উদ্দীপকের ভাবনাটি নিচের কোন চরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক পাড়ায় পাড়ায় ওঠে উৎসব, তাই বন্ধ মাঠের কাজ

● পদ্মা, সুরমা, মেঘনা, যমুনা অশেষ নদী ও ঢেউ

গ শির নেহারি নত শির, ঐ শিখর হিমাদ্রির

ঘ সুধার ধারা গড়িয়ে পড়ে গঞ্জ নগর ছায়

* **উদ্দীপকটি পড়ে ১৭২ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর
সন্ধ্যেবেলার ভিড়ে।

১৭২. উদ্দীপকটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কোন অংশের সঙ্গে তুলনীয়?

ক নদীর পাড়ের চিত্র ● বাংলার নদী ও প্রকৃতি

গ ছুটে চলা নদী ঘ প্রবহমান শান্তত নদী

১৭৩. উদ্দীপক এবং 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় ফুটে উঠেছে–

i. গ্রামের চিত্র
ii. নদীর চিত্র
iii. জীবনের চিত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

* **উদ্দীপকটি পড়ে ১৭৪ ও ১৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

নদীমাতৃক আমাদের এই দেশ। ছোট বড় মিলিয়ে অসংখ্য নদী রয়েছে আমাদের দেশে। নদী তার শান্তত রূপে প্রকাশ পেলেও কখনো সে ভয়াল মূর্তি ধারণ করে।

১৭৪. উদ্দীপকটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কোন দিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক নদীর ভয়ঙ্কর রূপ খ নদীর স্বপ্নরূপ

গ বিচিত্র জীবনের রূপ ● প্রবহমান নদীর বিচিত্র রূপ

১৭৫. উদ্দীপকে বর্ণিত এসকল নদী 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বর্ণিত যেসকল নদীকে নির্দেশ করে তা হলো–

i. পদ্মা, যমুনা
ii. মেঘনা, সুরমা
iii. গঙ্গা, কর্ণফুলী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➡ রিভিশন অংশ (Revision)

আলোচ্য অংশে জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাড়ির কাজ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা, জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আরও কিছু প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও Revision সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

➲ বাড়ির কাজ

- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার আলোকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের সৌন্দর্য আলোচনা কর।
- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' – কবিতায় নদীকে বাঙালির প্রেরণার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে– আলোচনা কর।
- বিদেশি শত্রুদের আগ্রাসন 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার আলোকে স্বদেশের প্রতি কবির মমত্ববোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

➲ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- দিলওয়ার ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জানুয়ারি সিলেটের ভার্থখলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম দিলওয়ার খান।
- পদ্মা, যমুনা, সুরমা, মেঘনা, গঙ্গা, কর্ণফুলী– এদেশের প্রধান প্রধান নদী।
- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি মানব জীবনের সংকটকে তুলে ধরেছেন।
- পলিতে গলিত হেম হলো গলিত সোনা মেশানো পলিমাটি।
- জনতা ও জনসম্পদ বোঝাতে 'প্রাণের জাহাজ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।
- 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি একই নামের কাব্যগ্রন্থের নাম'– কবিতা, এটি ১৯৮১ সালে সিলেট থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- এ কবিতায় নদীমাতৃক বাংলার বন্দনা করা হয়েছে এবং কবি নিজেকে গণমানুষের কবি হিসেবে নাম প্রতিষ্ঠা করেছেন।

টেক্সট বুক অ্যানালাইসিস

ক জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১. কবি দিলওয়ার কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : কবি দিলওয়ার ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

২. 'ঐকতান' কবি দিলওয়ারের কোন ধরনের রচনা?
উত্তর : 'ঐকতান' কবি দিলওয়ারের রচিত কাব্যগ্রন্থ।

৩. 'হেম' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'হেম' শব্দের অর্থ সোনা।

৪. 'নিরবধি' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'নিরবধি' শব্দের অর্থ –বিরামহীন।

৫. কবি দিলওয়ারের পুরো নাম কী?
উত্তর : কবি দিলওয়ারের পুরো নাম 'দিলওয়ার খান'।

৬. দিলওয়ারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর : দিলওয়ারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা'।

৭. কবি দিলওয়ারের রচিত 'জিজ্ঞাসা' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : কবি দিলওয়ারের রচিত 'জিজ্ঞাসা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. 'মারণ বেলা' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : মারণ বেলা' শব্দের অর্থ –বিনাশ কাল।

৯. কবি দিলওয়ার 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কীসের বন্দনা করেছেন?
উত্তর : কবি দিলওয়ার 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন।

১০. কবি দিলওয়ার কী হিসেবে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন?
উত্তর : কবি দিলওয়ার গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন।

১১. দিলওয়ার কীসের রূপকার?
উত্তর : দিলওয়ার বিচিত্র জীবনের রূপকার।

১২. প্রবহমান নদীর বাঁকে বাঁকে কী পাতা রয়েছে?
উত্তর : প্রবহমান নদীর বাঁকে বাঁকে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা রয়েছে।

১৩. কবি দিলওয়ার তাঁর স্বপ্নকে কার কাছে আমানত রেখেছেন?
উত্তর : কবি তাঁর স্বপ্নকে বঙ্গোপসাগরের কাছে আমানত রেখেছেন।

১৪. 'অনাদি' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'অনাদি' শব্দের অর্থ –আদিহীন।

১৫. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
উত্তর : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

১৬. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
উত্তর : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি ১৯৮১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কয় মাত্রায় রচিত?
উত্তর : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি ছয় মাত্রায় রচিত।

১৮. কবি কার কাছে যৌবন প্রত্যাশা করেন?
উত্তর : কবি পদ্মার কাছে যৌবন প্রত্যাশা করেন।

১৯. কবি রক্তে যে অনাদি অস্থি– তা কারা জানে না?
উত্তর : কবি রক্তে অনাদি অস্থি– তা বিদেশের কেউ জানে না।

২০. কবি কার কাছে প্রেম প্রত্যাশা করেন?
উত্তর : কবি যমুনার কাছে প্রেম প্রত্যাশা করেন।

২১. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কার কাজল বুকের পলিতে গলিত হেম?
উত্তর : সুরমার কাজল বুকের পলিতে গলিত হেম।

২২. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় চারদিকে কী খেলা করে?
উত্তর : চারদিকে বিচিত্র জীবনের রং খেলা করে।

২৩. 'প্রাণের জাহাজ' বোঝাই আছে কোথায়?
উত্তর : প্রাণের জাহাজ' বোঝাই আছে নরদানবের মুখে।

খ অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. কীভাবে কবি তাঁর ক্রোধকে শক্তিমান করেছেন? বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : সমুদ্রের বিশাল ঘূর্ণ্যমান জলরাশি দেখে কবি তাঁর ক্রোধকে শক্তিমান করেছেন।
কবি বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন দেখে ক্ষুব্ধ। তিনি চান বাঙালি জাতি যেন তাদের নিজস্ব অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু মানুষরূপী নরপশুরা অত্যাচার, নির্যাতন নিপীড়ন করে বাঙালিদের অধিকার বঞ্চিত করতে চায়। তা দেখে কবি ক্ষুব্ধ। সমুদ্রের বিশাল জলরাশি যেমন সবকিছু ভেঙে গুড়িয়ে দেয়, কবিও চান বিপক্ষ শক্তিকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে। তাই কবি সমুদ্রের ঘূর্ণ্যমান ভয়াল জলরাশির মতো তার ক্রোধকে শক্তিমান করেছেন।

২. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় দেশের প্রতি কবির যে মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার মূলভাবে দেশের প্রতি কবির মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে।
কবি বাংলার মাটি, নদী প্রকৃতিকে দেখে গভীরভাবে এর সৌন্দর্য অনুভব করেছেন। তিনি বিভেদমুক্ত কল্যাণী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। বাঙালিকে যারা পরাধীন করে রাখতে চায়, কবি তাদের প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ। তিনি চান বাঙালিরা যেন তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। কবি দেশের

মাটি ও মানুষকে ভালোবাসেন তাদের প্রতি কবি আস্থাবান।

৩. 'গণমানবের তুলি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : 'গণমানবের তুলি' বলতে শিল্পী জনতার তুলিকে বুঝিয়েছেন।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। কারণ কবি বাংলাদেশের নদীগুলো দেখেন। নদীর যে বিচিত্র খেলা, নদী পাড়ের মানুষের জীবনের রঙের ছবি তিনি তাঁর কল্পনার রং এ আঁকেন। সাধারণ মানুষের বিচিত্র জীবনের ছবি আঁকেন বলে কবি নিজেকে গণমানবের শিল্পী মনে করেন।

৪. কবি বঙ্গোপসাগরের কাছে তাঁর প্রাণের স্বপ্নকে রেখেছেন?– কীভাবে?

উত্তর : বঙ্গোপসাগরের বিশালতার সঙ্গে ঐক্যসূত্র অনুভব করে কবি বঙ্গোপসাগরের কাছে তাঁর প্রাণের স্বপ্নকে রেখেছেন।

সাগর যেমন বিশাল, কবির স্বপ্নও তেমনি বিশাল। নিজের অস্তিত্ব ও বাঙালি জাতিসত্তাকে বিদেশি আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করার স্বপ্ন কবির। কবি চান দেশ তথা জাতিও এ স্বপ্নকে ধারণ করুক। বিদেশিরা বুঝতে পারুক বঙ্গোপসাগর যেমন বিশাল, বাঙালি জাতির স্বপ্নও তেমনি বিশাল।

৫. পদ্মা সুরমা মেঘনা যমুনা
অশেষ নদী ও ঢেউ
রক্তে আমার অনাদি অস্থি
বিদেশে জানে না কেউ!
–উদ্ধৃত চরণগুলো দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : কবি তাঁর স্বদেশের নদীগুলো দ্বারা নিজের জাতির অস্তিত্বের যে সত্তা প্রকাশ করেছেন, তা আলোচ্য চরণগুলো দ্বারা রূপায়িত করেছেন।

কবি পরদেশী শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একসঙ্গে করতে চেয়েছেন যেন তাদের মিলিত শক্তিকে দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করা যায়। এ কারণে বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন এ জনগোষ্ঠীকে দমাতে পারে না। বিদেশিরা হয়তো জানে না যে, আবহমান ছুটে চলা নদীর মতই কবি নিজের অস্তিত্বকে ধারণ করে আছেন, যা ঐ জাতিসত্তার শোণিত অস্থি।

➡ পরীক্ষা–প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

➲ প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ১ । উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমি ব্যথিত পূর্ব বাংলার ঈপ্সিত আলেখ্যের
চৌচির প্রতিলিপি, মুখ থুবড়ে থাকা মানবতা,
উদ্বাস্তু প্রগতির ধৃতরাষ্ট্র বাহু বেষ্টনে।

ক. 'অস্থি' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'যখন বোঝাই প্রাণের জাহাজ'– বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি যেন মানবতারই জয়গান গেয়েছেন"– কথাটির যৌক্তিকতা বিচার কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. 'অস্থি' শব্দের অর্থ 'হাড়'।

খ 'যখন বোঝাই প্রাণের জাহাজ' – বলতে সকল মানুষ একসঙ্গে হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে। কবি সাগরের ঘূর্ণ্যমান ভয়াল জলরাশির মতো শক্তিমান। তবে কবি একা নন। কবির সাথে যুক্ত হয়েছে হাজারো জনতা। আর জনতা ও জনসম্পদকে একসঙ্গে বোঝাতে কবি এ কথাটি বলেছেন।

➲ টিপস্

গ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় বর্ণিত কবির ব্যথিত মনোভাবের আলোকে উত্তর দেবে।

ঘ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবির মানবতাবোধকে তুলে ধরবে।

প্রশ্ন ২ । উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলার হাওয়া বাংলার জল
হৃদয় আমার করে সুশীতল
এত সুখ শান্তি এত পরিমল
কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া।

ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
খ. কবি কেন চারদিকে বিচিত্র জীবনের রং দেখতে পান?
গ. উদ্দীপক অবলম্বনে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।
ঘ. উদ্দীপক এবং 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় স্বদেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধের স্বরূপ নির্ণয় কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

খ. গণশিল্পীর তুলি হাতে নিয়েছেন বলে কবি চারিদিকে বিচিত্র জীবনের রং দেখতে পান।
কবি বাংলার বুকে অসংখ্য নদীর পথ–চলা দেখেছেন। কবি অসংখ্য মানুষের জীবনকেও দেখেছেন। গণশিল্পীর তুলি হাতে নিয়ে সবার জীবনের রূপকার হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।

➲ **টিপস্**

গ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার আলোকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা উপস্থাপন করবে।

ঘ. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় দেশপ্রেম তুলে ধরবে।